

## মৃদু ও সুভাষিণী শ্রীমতি নন্দিনী হোসন।

প্রিয় মৃদুভাষিণী শ্রীমতি নন্দিনী, চিঠি পড়ে মনে হলো আপনি ক্ষুদ্র ও রাগান্বিত। উভয়ই মানুষের যুক্তি লোপ করে। শান্ত মেজাজে মনযোগ সহকারে অত্র পত্রটি পড়ার অনুরোধ রইল। আমার মত এক সাধারণ মানুষকে পন্ডিত আখ্যায়িত করায় গর্বিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম বিধায় গ্রামগঞ্জ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সমাজের অবহেলিত বহু নর-নারীর সাথে উঠাবসা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ হয়েছিল। মত ও চিন্তা-চেতনার মিল না হলে এক সাথে কাজ করা যায় না। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত শ্রীমতি নন্দিনীর মতো দারিদ্রক্লিষ্ট ও অশিক্ষিত নর-নারীরা প্রকৃতির সাতটি রং দেখার সুযোগ পায় নাই। তাদের কাছে তাই রং দু'টি, সাদা আর কালো, যা আপনার দেখা দিন ও রাত থেকে ভিন্ন। ধর্ম ও ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী অবহেলিত ঐ মানুষগুলি নাস্তিকদেরকে ঘৃণা করলেও মৌলবাদীদের মতো ধর্মাস্ক নয়। এরা ধর্ম নিরপেক্ষ। নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ধর্মের আবির্ভাব এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। সভ্যতার উষালগ্নে ঘটমান ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ব্যর্থ প্রকৃতির হাতের পুতুল প্রাচীন মানুষ ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠে, যার ধারাবাহিকতা আজও মানুষ বহন করছে। অর্থ্যাৎ ঐশ্বরিক বিশ্বাস হলো যুক্তিবাদের আদি রূপ। তাই খেটে খাওয়া মানুষের অভিব্যক্তি সম্বলিত বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমাজ বিশ্লেষণের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ আমার লেখায় ফুটে উঠে। নিজের অভিব্যক্তি সেখানে গৌণ।

মানুষ সামাজিক জীব। নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সমাজ গঠনে হাজার উপাদানের মধ্যে ধর্ম একটি উপাদান, যা ছাড়া সমাজ হয় না। কিন্তু শ্রীমতি নন্দিনী উল্লেখ করলেন তিনি ধর্ম বিশ্বাস করেন না, অর্থ্যাৎ তিনি সমাজ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সমাজ ছাড়া মানুষ পশুতে রূপান্তরিত হয়। মানুষকে বলা হয় যুক্তিবাদী সামাজিক প্রাণী। আমার মনে হয়, উক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আপনি ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী নন। যুক্তিহীন একজন আন্তিক বিশ্বাস করেন সমাজসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু বস্তুবাদীরা মনে করে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বর্ণিত তত্ত্ব অনুযায়ী উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কীয় দ্বন্দ্ব দ্বারা সমাজ পরিচালিত। উক্ত শক্তি ও সম্পর্কের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ পরিবর্তিত হয়। তাই সমাজ হয় গতিশীল। উল্লেখিত দ্বন্দ্ব সামাজিক কাঠামো, দর্শন ও অর্থনৈতিক সংশ্রয় নির্ধারণ করে। আলোচ্য এই তত্ত্বে আস্থা স্থাপনকারীরা হলেন প্রগতিশীল বা বস্তুবাদী। যুক্তিহীন আন্তিক ও বস্তুবাদীদের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। তবে যুক্তিবাদী আন্তিকদের সাথে বস্তুবাদীদের পার্থক্য ক্ষীণ। প্রকৃতি ও সমাজ সংক্রান্ত তত্ত্বের উপর আস্থা রাখা বা না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা। শ্রীমতি নন্দিনী, আপনার নিজ অবস্থান এখন নির্ণয় করুন। আমার লেখা পড়েন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনযোগ সহকারে আমার বিভিন্ন লেখাগুলি পড়লে চিঠিতে উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর আপনি পেয়ে যেতেন। আমার লেখা "মন্তব্যঃ তাজ হাশমী, কুদ্দুস খান ও জাহেদ আহমেদ এর লেখা", যা এখনো সদালাপে বিদ্যমান, পড়লে পুজিবাদ, এনজিও, মধ্যবিত্ত, গ্রামীণ কায়মী স্বার্থবাদ, মৌলবাদ ও দারিদ্রক্লিষ্ট গ্রামীণ নারীর সংগ্রাম সম্পর্কীয় প্রগতিশীলদের বিশ্লেষণের উপর ধারণা পেতে পারেন।

সাপ ও বেজির মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক বাম পন্থী ও রাজনীতিতে যুক্ত ধর্মীয় সংগঠনগুলির। সাইদীদের মূল শত্রু বাম পন্থীরা। সাইদীদের শক্তির মূল উৎস অর্থ, যা আসে মধ্যপ্রাচ্যের বাদশাহ, শেখ ও আমীরদের

তহবিল থেকে। ইসলামী মৌলবাদের উৎস মধ্যপ্রাচ্যের উক্ত ব্যক্তির আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্লাবাহক। মার্কিন প্রশাসন সাইদীর রাজনৈতিক দলকে মডারেট মুসলিম গণতান্ত্রিক দল হিসাবে সনদ পত্র দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়, যেমন ম্যালেরিয়া এবং কাঁপনি দিয়ে জ্বর আসার সম্পর্ক। অতএব মূল শত্রু হলো সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল গোষ্ঠী, মৌলবাদ হলো উপসর্গ। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল শাসকগোষ্ঠীর সাহায্য ও সহযোগিতায় মৌলবাদের প্রসার ঘটে। সামরিক শাসক জিয়া, এরশাদ ও বিএনপি, যারা বাংলাদেশের ৩২ বছরের ইতিহাসে ২৪ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠ ছিল, এর ছত্রছায়ায় মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে মৌলবাদ উত্থানের জন্য সুভাষিণী নন্দিনী দায়ী করলেন প্রগতিশীলদেরকে, যারা ক্ষমতার করিডোর থেকে হাজার যোজন দূরে ছিলেন ও আছেন। সাধারণ মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করে। মানুষের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সাইদী ও আমিনীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেয়। এটা তাদের রাজনৈতিক কুটচাল। শিক্ষিত নন্দিনী মৌলবাদের কুটচালে বিভ্রান্ত। তাহলে অশিক্ষিত মানুষের অবস্থা কি, তা বুঝার চেষ্টা করুন।

মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজে বসবাসরত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মানুষই তার নিজ সামাজিক অভিজ্ঞতা দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে। মানুষ খাদ্য সংগ্রহের আদি সমাজ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য চাষ, কৃষি, দাস, সামন্তবাদ সমাজ ব্যবস্থা অতিক্রম করে পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত। প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচিত। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কোন সমাজ ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। বর্তমান পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা তার অগ্রগতির শেষ ধাপে উপনীত। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী নতুন সমাজ ব্যবস্থার আগমনের জন্য পুজিবাদকে সরে দাড়াতে হবে, যেমনটি তার পূর্ববর্তী সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা সরে দাড়িয়েছিল। সামন্তবাদী সমাজের আদি পর্ব, গোষ্ঠী প্রধান সমাজ ব্যবস্থা আফগান সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজমান। তাই আফগান সমাজ ব্যবস্থা তালেবান উত্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তবে বিদেশী হস্তক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া রুদ্ধ করে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা সামন্তবাদের শেষ ধাপ থেকে পুজিবাদের প্রাথমিক স্তরে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান। তাছাড়া বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত। ফলে তালেবানদের পক্ষে বিএনপির মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল দল ছাড়া একক ভাবে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার অনুরোধ ডারইউনের বিবর্তন বুঝার আগে সমাজ বিবর্তনের ডাইনামিক ও তার তত্ত্ব বুঝার চেষ্টা করুন।

ইংরাজী শব্দ "ইজম" এর বাংলা অর্থ "বাদ"। কোন একটি বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব এক সাথে বুঝাবার জন্য ইজম বা বাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যথা: সামন্তবাদ, পুজিবাদ প্রভৃতি। শ্রীমতি নন্দিনী উল্লেখ করেছেন তিনি কোন রকম ইজমে বিশ্বাস করেন না। তবে আমার মনে হয় ইজম শব্দটি দিয়ে তিনি মার্ক্সবাদকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত মার্ক্সের যাবতীয় থিউরীর বা তত্ত্বের সমাহারের নাম মার্ক্সবাদ। মার্ক্সের তত্ত্ব আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত, যদিও তার রাজনীতি অনেকে পছন্দ করেন না। পছন্দ, অপছন্দ বা বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। মার্ক্সবাদ বিশ্বাস করা বা না করা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, যেমন ডারইউনবাদ বা নিউটনের তত্ত্ব প্রভৃতি। প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে মার্ক্স ও এ্যাঙ্গেলস কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো পুস্তকে উল্লেখ করেছিলেন, যথা: (১) ধর্ম মানুষের মনে ওপিয়ামের মত কাজ করে। অতএব এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের সুপারিশ ছিল, ধর্মকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্নকরণ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সেকুলার নীতি গ্রহণ করা এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলির আর্থিক উৎস বন্ধ করে দেয়া। পৃথিবীর সকল আধুনিক রাষ্ট্র নিজ স্বার্থে মার্ক্স ও এ্যাঙ্গেলসের উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করেছে। তবে পুজিপতিতের ব্যবসায়িক স্বার্থে কোন কোন

রাষ্ট্র নিজ দেশসহ অনুন্নত দেশের ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে সরাসরি বা পরক্ষো ভাবে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। (২) বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নারী হলো ভোগের সামগ্রী এবং সন্তান উৎপাদন যন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ভারতসহ সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিজ্ঞাপনে নারীর শরীর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। উন্নয়নশীল দেশের উঠতি বুর্জোয়ারা নারীর সাথে ধর্মকেও বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। এই অবস্থা থেকে পরিব্রাণের লক্ষ্যে মার্ক্স ও এ্যাঙ্গেলসের সুপারিশ ছিল, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, নারীকে সংগঠিত করতঃ নারী আন্দোলন জোরদার এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ণে নারীকে সম্পৃক্ত ও রাষ্ট্রযন্ত্রে নারীর অংশ গ্রহন নিশ্চিতকরণ। নারী আন্দোলনের ফলে ত্রিশ দশকে আমেরিকা, বৃটেনসহ উন্নত দেশ সমূহে নারীকে ভোটাধিকার দেয়া হয় ও রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ণ এবং প্রশাসনযন্ত্রে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়। উন্নত দেশে আজও নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত নয় বিধায় বিজ্ঞাপনে নারীর শরীর প্রদর্শিত হয়।

বর্ণিত ঐ সকল ব্যবস্থাসহ আরো বহু সুপারিশের কথা কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ রয়েছে। কমিউনিষ্ট ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লিবারেল ডেমক্রেটরা নিজ দেশের সমাজ অগ্রগতির স্বার্থে মার্ক্স ও এ্যাঙ্গেলসের ঐ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করছে। প্রত্যেকটি আন্দোলনের একটি ধারা বা নিয়ম ও কৌশল বিদ্যমান। শত্রু পক্ষ যাতে উপকৃত না হয় সে জন্য স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা বলার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ পরামর্শ দিয়ে থাকে। দর্শনশাস্ত্রে উক্ত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, সকল প্রপঞ্চ স্থান, কাল ও শর্ত নির্ভরশীল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত হুমায়ন আজাদ ও তসলিমা নাসরিণ অযথা স্থানে, অপরিপক্ব কাল ও পাত্রে ধর্ম বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং মন্তব্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠি ও মৌলবাদীদেরকে উপকৃত করেছেন। তাই যে কার্যক্রম দ্বারা শত্রু পক্ষ উপকৃত হয়, তা প্রগতিশীলেরা গ্রহন করে না। স্থান, কাল ও পাত্রের দাবী হলো ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিকে জোরদার করা, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সকল ধর্মের মানুষকে সহ-অবস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে যারা ধর্মহীনতা বলে প্রচার চালায়, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো। বাম পন্থীদের কাছে ধ্রুব সত্য বলে কিছু নাই। সব সত্যই আপেক্ষিক, অর্থ্যাৎ স্থান, কাল ও পাত্র নির্ভর।

ডাক্তারের সংস্পর্শে আসে রুগী। রুগী বা রোগের বিষয় ডাক্তারের যেমন এলাজী থাকে না, তেমনি মানুষ ছাড়া রাজনীতি হয় না, তাই রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কোন মানুষের ব্যাপারে আমার কোন রকম এলাজী নাই। আমার লেখার বিষয়বস্তু ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির অভিব্যক্তি বা চিন্তা-ভাবনা। শ্রীমতি নন্দিনী, আপনি মানুন বা না মানুন, জাত, পাত, নারী, পুরুষ, ধর্ম, ধর্মহীন সমাজে বিদ্যমান। এটাই হলো বাস্তবতা। তাই সমাজের শান্তির জন্য বাস্তবতাকে স্বীকার করে বিদ্যমান রোগটির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ উদঘাটন প্রয়োজন। কারণ উদঘাটনের মেথডলজি হলো দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ। দর্শনশাস্ত্রের নিয়মবিষয়ক এই বিজ্ঞানটি বুঝলে মুদ্রার দুই পিঠের সম্পর্কের বিষয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, তখন অন্য পিঠকে ধুসর মনে হবে না।

সভ্যতার আর এক নাম বিধি-বিধান। মানুষ যত সভ্য হবে, নিয়মের শৃঙ্খলে সে তত আবদ্ধ হবে। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরের জন্য যে বিধি-বিধান চালু হলো, তারই ফাকে নুতন বৈষম্য সৃষ্ট হলো, ফলে নুতন বিধি-বিধান প্রবর্তনের জন্য নুতন সংগ্রাম শুরু করতে হলো। সমাজ ও সভ্যতার এই ডাইনামিকের কথাই ইজমে বর্ণিত হয়েছে। ইজমের জ্ঞানের ভাঙারে দু মারলে মৌলবাদীদের ঈমান নষ্ট হয়ে বলে শুনেছিলাম, তাই সমাজের ডাইনামিকতা তাদের পছন্দ নয়। ইজম পছন্দ না হোতে পারে, কিন্তু মুক্ত চিন্তার অধিকারিনী হিসাবে আপনার তো ইজমের প্রতি এলাজী থাকা উচিত ছিল না।

পৃথিবীতে একদিন মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কি কারণে তার পরিবর্তন ঘটলো, তা ভেবে দেখেছেন কি? সমাজের এই বিবর্তন জানতে হলে মার্ক্সবাদের আশ্রয় নিতে হবে। ইজম মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে না, চিন্তা-ভাবনার প্রসরতা বৃদ্ধি করে।

বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ দিয়ে সিদ্ধান্ত টানা ঠিক নয়। আপনার বর্ণিত উদাহরণের বিপরীতধর্মী উদাহরণ আমি উপস্থাপন করতে পারি। গবেষকেরা হাজার রকম উদাহরণ ও ঘটনা পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতঃ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। ঐ তত্ত্বের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সমাজকে জানতে ও বুঝতে পারি। মানবতা ক্ষতিগ্রস্তকারীর বিরুদ্ধে দাড়াবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এ ব্যাপারে শ্রী অভিজিৎ রায়ের সহযোগীতা পেতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত শত্রুতা উদ্ধারের লক্ষ্যে হাজার হাজার মানুষকে রাজাকার আখ্যায়িত করে হত্যা করা হয়েছিল, যার কয়েকটা উদাহরণ সদালাপে প্রকাশিত মোল্লা বাহাউদ্দিনের "সীমান্ত সংবাদ" ধারাবাহিক উপন্যাসে পাবেন। এখন বলুন, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তৃক সংঘটিত ঐ হত্যাকাণ্ডের ফলে মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিনা? যদি হয়ে থাকে, তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মনবতা বিরোধী। যদি ব্যাঙ ও বালকদের গল্প পড়ে থাকেন, তবে জানেন বালকদের জন্য যা খেলা, ব্যাঙের জন্য তা মৃত্যু। তাই আমার মনে হয় মনবতা শব্দটি আপেক্ষিক। এবার আসুন আপনার সংগিত প্রসঙ্গে। সুর, লয় ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের নাম সংগিত। মনের ভাব সীমাহীন, কিন্তু আপেক্ষিক। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভাবের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ ঘটে, তাই বিভিন্ন নামের গান আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানের তরুন-তরুণীরা পপ সংগিত পছন্দ করে। আধুনা বলা হচ্ছে সংগিতের কোন ভাষা নাই। সংগিত হলো আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিকতা হলো ইজমের বানী। সংগিত ভাল লাগা নির্ভর। তাই কোন গানই ফেলনার নয়।

ডঃ জাফর উল্লাহর সাথে বিতর্কের সময় আমার লেখা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য ছিল "বিশ্ব বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষকের বক্তৃতা, যা এক কান দিয়ে শুনলে অন্য কান দিয়ে বেড় হয়ে যায়"। তবে বর্তমানে আপনি আমার লেখার ভক্ত শুনে গর্ব বোধ করছি, কারণ আপনার চিন্তার খোরাক যোগাতে পেরেছি। দীর্ঘ উত্তরপত্র পড়ার ফলে ধর্য্যচ্যুতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষিনী

সেতারা হাশেম

০৭/২২/০৫